ইত্তেফাক

তারিখ 25/4/79
পৃষ্ঠা 3 কলাম 5

210

মন্ত্রীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সিলেট জিলার সদর মহকুমার অন্তর্গত বিশ্বনাথ থানার রামপাশা গ্রামে ১৯১৭ সালে দেওয়ান তৈমুর রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মরহুম দেওয়ান একলিমুর রাজা আসাম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। দেওয়ান তৈমুর রাজার পিতামহ মরহুমী কবি হাসান রাজা। তিনি বৃটিশ শাসনামলে সিলেটে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, সিলেট মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও ঋণশালিসী বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৬ সালে গণভোটে আসাম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ সময় তিনি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন ও মরহুম মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আসামে কুখ্যাত লাইন প্রথার বিরুদ্ধে সবুজ বাহিনী গঠন করিয়া তৎকালীন আসাম কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং ছয় বৎসর এই দায়িত্ব পালন করেন। জনাব চৌধুরী ১৯৬৮ সালে সিলেট জেলা লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং সাত বৎসর চেয়ারম্যানের কার্য পরিচালনা

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মন্ত্রীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(৩য় পৃঃ পর)

করেন। তিনি সিলেট পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান, জেলা ইউনিয়ন কাউন্সিল সমিতির সভাপতি, সিভিল ডিফেন্সের চীফ ওয়ারডেন ও সিলেট জেলা স্কাউট কমিশনার ও সিলেট জেলা ক্রীড়া সমিতির সহ সভাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন ও সিলেট জিলা মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জাগদলের সিলেট জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। বর্তমানে তিনি সিলেট সদর জিলা জাতীয়তাবাদী দলের আহ্বায়ক। গত নির্বাচনে তিনি সিলেট হইতে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ

জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ১৯২৫ সালের ১লা মার্চ রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি নিখিল বংগ মুসলিম ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫২ সাল হইতে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কুড়িগ্রাম মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাব কাজে করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জনাব রিয়াজ উদ্দিন ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৩ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের "হুইপ" হিসাবে কাজ করেন। পরে তিনি বন, মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে রংপুর হইতে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

পালন করায় ২১শে ফেব্রুয়ারী গ্রেফতার হন এবং তিনি ১৯৬৩ সালে মাদারীপুর বারে যোগদান করেন। জনাব মান্নান সিকদার ১৯৬৩ সাল হইতে আওয়ামী লীগের সদস্য এবং দীর্ঘদিন মাদারীপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

তিনি ১৯৭৮ সালে মাদারীপুর জাগদলের আহ্বায়ক এবং পরবর্তীকালে বি এন পির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং মাদারীপুর জেলা বি এন পির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। তিনি সমবায়, শিক্ষা, রেডক্রস প্রভৃতি সমাজসেবামূলক তৎপরতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

সুনীল কুমার গুপ্ত

মিঃ সুনীল কুমার গুপ্ত ১৯২৮ সালে বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার সিহিপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মিঃ সুনীল কুমার গুপ্ত ১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলে যোগদান করেন এবং বরিশাল জেলা কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে গণতন্ত্রী দল নবগঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় তিনি উক্ত দলে যোগদান করেন এবং ন্যাপের বরিশাল জেলা কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে তিনি ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি নিরাপত্তা আইনে ৫ বারে মোট প্রায় ৭ বৎসর কারাবরণ করেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গঠিত হওয়ার পরে উক্ত দল একত্রিত হয় এবং তিনি জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনোনীত হন। গত নির্বাচনে তিনি জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে গৌরনদী হইতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

আবদুল মান্নান সিকদার

জনাব আবদুল মান্নান সিকদার মাদারীপুর থানার অন্তর্গত চরগোবিন্দপুর গ্রামে এক কৃষক পরিবারে ১৯৩১ সনের ১লা মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা